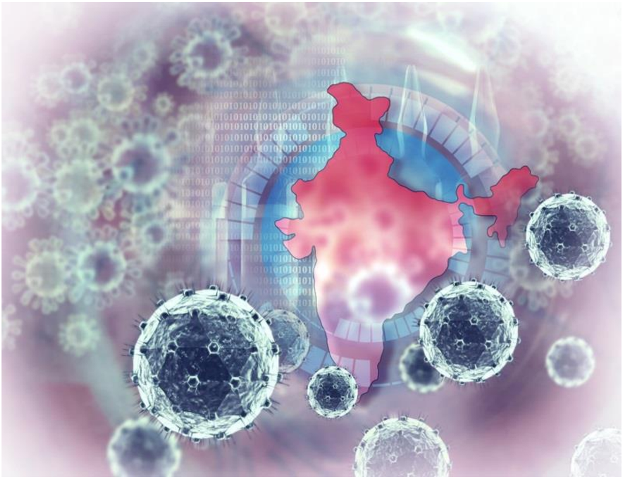


এই আমার দেশ

একটা ভারতবর্ষ
আর একটা ভারতবর্ষ।
দুটো ভারতবর্ষ।
একটা তোমার
একটা আমার।





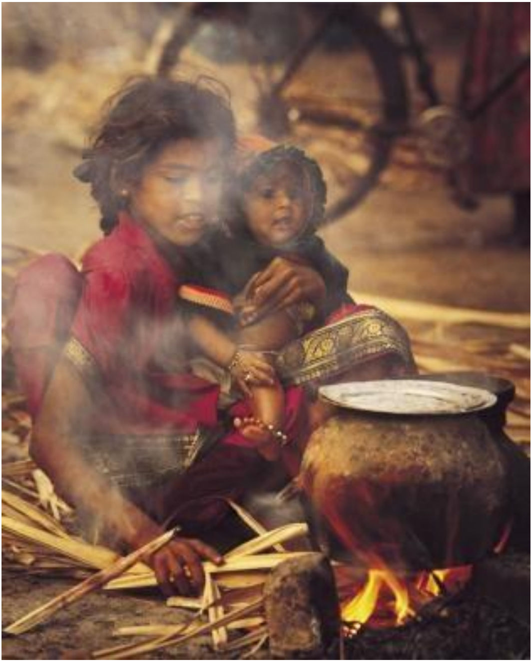
একটা আমার দেশ
একটা তোমার বাস।
একটা আমার মা
একটা তোমার পা।

তোমাদের বিলাসিতা সততায়
স্ট্যাটাসে গরিবের ভগবান।
আমাদের টাকাতেই তোমাদের বাঁচা
আমাদের টাকাতেই তোমাদের 'অবদান'।



দান করো, তাতে নাম লেখো
বলো ভোট এলে মনে রেখো।
দাদা, ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে
আমাকে বোঝাও না’কো।

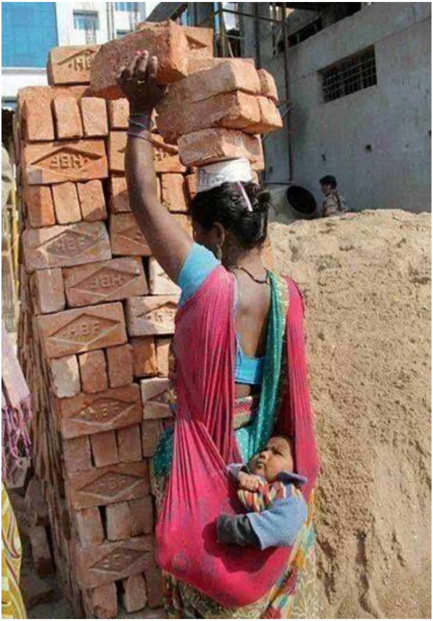




আজ এলো করোনা, তবু আছে রাজনীতি
জীবনের পাতায় শুধু আমাদের মরনীতি।
আমাদের ঘরে ঘরে প্রতিদিন মহামারি
আগুনের ছাই পাশে ফুটে শুধু জল-হাড়ি।

দুবেলা পেট ভরার নেই কোনো কর্ম
খালি পেটে কান্নার আছে শুধু বর্ম।
সাধ করে ঘুরে ফিরে আসো তুমি ‘চর্ম’
বোঝাও না আমাকে কাকে বলে ধর্ম।





গ্রাম ছেড়ে সুদূরে শহরের গলিতে
কাজ করি জীবনকে বাজি রেখে বাঁচিতে।
দিন রাত হাঁটি আর হাতে পায়ে ফোস্কা
তবু ডুবে ডুবে গেল আমাদের দেশটা।

আমাদের কাজ নেই, লাজ নেই, সাজ নেই
বেঁচে থাকার দায় নেই, ভাত নেই, পাক নেই।
তবে ভোট আছে কার্ড আছে, টিপ সই, শরীর আছে
মৃত্যু আর খালি পেট, তবু, আমাদের হাত আছে।





মাথামোটা ছাতাগুলো এসি ঘরে দোল খায়
মূর্খামি ভণ্ডামি আর কত 'আমি' তা'য়।
বুঝে গেছি সব লীলা আমরা তো আর নাই
তোমাদের কথকতা আমাদের মেকি সায়।

এত যদি ভাবনা একদিন থেকে যা
আকাশের সীমানায় খালি পেটে দেখে যা।
এক হাত সারা দিন কাজ করে খেটে খা
বুঝে যাবি আমরা কী, আমরা তো ‘তুই’ না।



ভারতের ম্যাপটাতে পড়ে গেছে ধূলো
সাথে যারা আছো তারা লুকিয়েই চলো।
পালটাতে হবে তবে আমাদের দেশটা
একটু রঙিন হোক একেবারে শেষটা।



কত দিন চোখে জল এইভাবে ফেলব
কতদিন ঘুরে ঘুরে অবশেষে মরব।
কতদিন ফেলে রেখে আমাদের মারবে
সবদিন এইভাবে থাকতে কি পারবে??



তোমরা কম কীসে, ভাবো শুধু নিজেদের
চাকরিটা, পরিবার আর স্বাচ্ছন্দ্যের।
প্রতিদিন আলোচনা, হৃদয় কী বিরাট!
শিরদাঁড়াহীন হয়ে বেঁচে থাকার পাট।
আমরা তবু আছি, দেখে নেব একদিন
যদি পারো নেমে এসো, সাথে থাকো অমলিন।



ছবি : গুগল